MAR. 1 0 2002

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ……

পৃষ্ঠা … কলাম …

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বললেন ঃ

বোর্ডের পরীক্ষায় নকল উৎসবে পরিণত হয়েছে

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ গতকাল (শনিবার) ঢাকা শিক্ষা বোর্ড মিলনায়তনে পাবলিক পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধ সম্পর্কিত এক মতবিনিময় সভায় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ, ন, ম এহছানুল হক মিলন বলেছেন, বোর্ডের পরীক্ষায় নকল একটি উৎসবে পরিণত হয়েছে। দেশের স্বার্থে এ উৎসব ঠেকাতে হবে। সভায় শিক্ষক প্রতিনিধি বোর্ড কর্মকর্তা, প্রশাসনের পক্ষ হতে উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ বলেছেন, পরীক্ষার হল ও -এর আশেপাশে

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

বোর্ডের পরীক্ষায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

উপস্থিত বিভিন্ন প্রভাবশালী সংগঠনের তথাকথিত 'বড় ভাইরাই' হল বোর্ডের পরীক্ষার জন্য মূল সমস্যা। সভায় বলা হয়, নকলবাজ সে যেই হোক তাকে রাজনৈতিক কোন প্রভাব-প্রশ্রয়ের সুযোগ দেবেন না। পরীক্ষার হলে ম্যানেজিং কমিটির কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করুন।' পাশাপাশি পরীক্ষার হলের চারপাশে জারিকৃত ১৪৪ ধারার প্রয়োগ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নিন। তাহলেই বোর্ডের পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধ সম্ভব হবে। ঢাকা জেলা প্রশাসক আব্দুল আজিজ, শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের সমন্বয়কারী সেলিম ভুঁইয়া, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রশীদ উদ্দিন জাহিদ, ঢাকার এডিসি (শিক্ষা) মোঃ ইলিয়াস, কোতয়ালী থানার এসি মুশফিকুর রহমান, ধানমন্ডি গভঃ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান খান, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সচিব মোখলেসুর রহমান সভায় বক্তৃতা করেন। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোহাম্মদ জুনাইদ। যশোর শিক্ষা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আব্দুস সাত্তার, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর নূরুন্নবী খান সভায় উপস্থিত ছিলেন।

নকল করে কেউ পার পাবে না

মতবিনিময় সভায় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন বলেন, দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, বোর্ডের পরীক্ষায় নকল একটি উৎসবে পরিণত হয়েছে। তবে এবার নকল করে কেউ পার পাবে না। নকলবাজ সে যেই হোক তাকে তৎক্ষণাৎ শাস্তি প্রদান করা হবে। যে প্রতিষ্ঠানেই নকলের ঘটনা ঘটবে সে প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি বাতিল করা হবে। প্রতিষ্ঠানটি সরকারী হলে বিভাগীয় পর্যায়ে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পরীক্ষা বহির্ভূত কোন ব্যক্তি অর্থাৎ ম্যানেজিং কমিটির কর্মকর্তা, ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে পরীক্ষার হলে ঢুকতে দেয়া হবে না।